গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
www.moa.gov.bd

নং-১২.০০.০০০০.১২.৩২.০০৯.১৪ (অংশ)-৭৪৯

তারিখঃ ৩১ জুলাই ২০১৪ / ১৬ শ্রাবণ ১৪২১

বিষয় ঃ ২০ জুলাই, ২০১৪ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কৃষি মন্ত্রণালয় পরিদর্শনের মতবিনিময় সভার দিকনির্দেশনা প্রদান সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২০ জুলাই, ২০১৪ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন। তাঁর এ পরিদর্শনকালে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মতবিনিময় সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন যা এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত দিকনির্দেশনাসমূহের আলোকে একটি পূর্ণাঙ্গ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ বর্ণনামতে ০৩(তিন) পাতা।

(মোসাম্মৎ মোস্তারী খানম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৭৭৪২৯
sas.ad1.moa@gmail.com

বিতরণ ঃ

১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, দিলকুশা বা.এ, ঢাকা।
২. নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা।
৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।
৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।
৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা।
৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।
৮. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ইশ্বরর্দী, পাবনা।
৯. নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা।
১০. পরিচালক, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, ফার্মগেট, ঢাকা।
১১. পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা।
১২. পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস, খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা।
১৩. পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর।
১৪. নির্বাহী পরিচালক, বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বহরমপুর, রাজশাহী।
১৫. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, মানিকমিয়া এভিনিউ, ঢাকা
১৬. মহাপরিচালক, জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমী, জয়দেবপুর, গাজীপুর।
১৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, হর্টেক্স ফাউন্ডেশন, সেচ ভবন, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা।

অনুলিপি (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য) ঃ

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মুখ্য সচিব প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।
২. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
৩. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়/বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়/পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়/শিল্প মন্ত্রণালয়/ভূমি মন্ত্রণালয়/আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৪. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও উপকরণ/পিপিসি/নিরীক্ষা)/মহাপরিচালক (বীজ উইং), কৃষি মন্ত্রণালয়।
৫. যুগ্মসচিব (সম্প্রসারণ/গবেষণা)/যুগ্মপ্রধান (পরিকল্পনা), কৃষি মন্ত্রণালয়।
৬. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।
৭. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।
৮. উপ-সচিব (প্রশাসন), মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়।
৯. উপ-সচিব, প্রশাসন-২ (সেবা) অধিশাখা, মহোদয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ জুলাই ২০১৪ রবিবার সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় সচিবালয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী স্বাগত বক্তব্য রাখেন। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আবদুস সোবহান শিকদার, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, কৃষি সচিব ড. এস এম নাজমুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব এ কে এম শামীম চৌধুরী এবং মন্ত্রণালয়ের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণসহ দপ্তর- সংস্থার প্রধানগণ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের এবং সংস্থার কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ড বিষয়াদি কৃষি সচিব উপস্থাপন করেন এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর- সংস্থার প্রধানগণ তাঁদের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সর্ম্পকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন।

মতবিনিময় সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন যার উপর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন:

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩
১।	দেশ বর্তমানে খাদ্যে যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে তা টেকসই রূপ দিতে হবে। প্রতি বৎসর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্দিষ্ট হারে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে হবে।	সকল সংস্থা
২।	শিক্ষিত যুবকদের কৃষি কাজে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সম্প্রসারণ করতে হবে।	বারি/ ডিএই
৩।	পাঠ্যপুস্তকে কৃষি শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করে কৃষির গুরুত্ব বোঝাতে হবে, যেন শিক্ষিত যুবকেরা কৃষি পেশাকে মর্যাদাপূর্ণ মনে করে।	ডিএই (প্রশিক্ষণ উইং) / কারিগরি শিক্ষা বোর্ড/ শিক্ষা মন্ত্রণালয়/ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৪।	গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) কার্যক্রম আরো জোড়দার করতে হবে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ফসলের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে, যেন উৎপাদন বৃদ্ধির বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকে।	বিএআরসি/ সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান/ ডিএই/ বিএডিসি
৫।	প্রতিকূলতা সহিষ্ণু (লবণাক্ততা, বন্যা, খরা ইত্যাদি) আরও নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করতে হবে।	সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান
৬।	দক্ষিণাঞ্চলের বালাম, লক্ষীদীঘা ও অন্যান্য ধানের জাত সংরক্ষণ ও চাষ সম্প্রসারণ করে ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে হবে।	বারি/ ডিএই/ ব্রি/ বিনা
৭।	চীনের সহায়তায় সুপার হাইব্রিড ধান উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে।	ব্রি
৮।	সরিষা, বাদাম, তিল ও অন্যান্য তৈল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ভোজ্য তেলের আমদানী নির্ভরতা কমাতে হবে।	ডিএই/ বারি/ বিনা
৯।	দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ও সিলেটে হাওড়াঞ্চলে ভাসমান সবজি চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিতে হবে।	ডিএই/ বিনা/ এসআইএস
১০।	সিলেটের হাওড়াঞ্চলে কৃষিকে আরও সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিতে হবে।	ডিএই/ গবেষণা প্রতিষ্ঠান/ এআইএস

চলমান পাতা/2

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩
১১।	উত্তরাঞ্চলে গম ও ভুট্টার উৎপাদন বাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বারি/ ডিএই/ বিনা/ এআইএস
১২।	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়ণের লক্ষ্যে প্রণীত মহাপরিকল্পনা যথাসময়ে বাস্তবায়নে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	কৃষি মন্ত্রণালয়/ মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়/ বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়/ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
১৩।	পাটের জীবন রহস্য উন্মোচনের বিষয়টি যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে পাটের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন, বহুমূখী ব্যবহার ও বাজার সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিতে হবে। পাটের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে।	বিজেআরআই/ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
১৪।	বাটন মাশরুম চাষসহ অন্যান্য মাশরুমের চাষ সম্প্রসারণ করতে হবে এবং এ্যাসপারাগাস চাষ সম্প্রসারণ করতে হবে।	ডিএই/ বারি/ এআইএস
১৫।	দেশে বিদ্যমান চিনিকল সমূহে যাতে আখের পাশাপাশি সুগারবিট ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা যায় উহার লক্ষ্যে ডুয়েল সিস্টেম মেশিনারি ব্যবস্থা রাখতে হবে।	কৃষি মন্ত্রণালয়/ বিএসআরআই/ শিল্প মন্ত্রণালয়
১৬।	খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি চাহিদা পূরণে ফলিত পুষ্টি গবেষণা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।	বারটান
১৭।	বাংলামতি ও অন্যান্য স্থানীয় সুগন্ধি চালের জনপ্রিয়তা শহরাঞ্চলে (হোটেল- রেষ্টুরেন্ট) বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।	ডিএই/ এআইএস
১৮।	ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানো এবং ভূউপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বিএডিসি/ বিএমডিএ
১৯।	নগরায়নের ফলে সৃষ্ট দূষণে কৃষি উৎপাদনের পরিবেশ যেন ব্যাহত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করতে হবে।	কৃষি মন্ত্রণালয়/ বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়/ শিল্প মন্ত্রণালয়
২০।	রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার কমিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সকল সংস্থা
২১।	কৃষি জমির সর্বোত্তম/সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কৃষি জমি পতিত রাখা যাবেনা।	কৃষি মন্ত্রণালয়/ সকল দপ্তর- সংস্থা
২২।	অকৃষি কাজে কৃষি জমির ব্যবহার সীমিত করতে হবে। কৃষি জমি যাতে নষ্ট না হয় এ লক্ষ্যে যত্রতত্র স্থাপনা করা যাবে না।	ভূমি মন্ত্রণালয়/ কৃষি মন্ত্রণালয়/ শিল্প মন্ত্রণালয়
২৩।	কৃষি বিজ্ঞানীদের উদ্দীপনা ও উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজ্ঞানীদের চাকুরীর বয়সসীমা সাধারণভাবে ৬৫ এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের বয়স ৬৭ বছর করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হিসেবে বয়সসীমা ৬৭ বছরের সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শর্তাবলী নির্ধারণ করতে হবে।	কৃষি মন্ত্রণালয়/ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/ আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২৪।	জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি- ২০১৪ ও জাতীয় ক্ষুদ্রসেচ নীতি- ২০১৪ প্রণয়ন ও অনুমোদনের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	ডিএই/ বিএডিসি/ কৃষি মন্ত্রণালয়
২৫।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর লোগো পরিবর্তন করে আধুনিক কৃষিকে প্রতিনিধিত্ব করে এমন লোগো প্রবর্তন করতে হবে।	ডিএই

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩
২৬।	মোবাইলসহ ই- কৃষির মাধ্যমে কৃষকদের তথ্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।	ডিএই/ এআইএস
২৭।	কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে তা প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য কৃষি পণ্য ভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে তুলতে হবে।	সকল সংস্থা/ কৃষি মন্ত্রণালয়/ শিল্প মন্ত্রণালয়
২৮।	বিপণন ব্যবস্থা উন্নয়ন করে কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চিত করতে হবে।	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর
২৯।	কৃষি পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ, মূল্য সংযোজন এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	কৃষি বিপণন অধিদপ্তর/ বারি/ বারটান/ হর্টেক্স ফাউন্ডেশন
৩০।	উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের গুণগত মান বজায় রেখে তা যথাসময়ে বাস্তবায়ন করতে হবে।	কৃষি মন্ত্রণালয়/ সকল দপ্তর- সংস্থা

উপর্যুক্ত দিক নির্দেশনার আলোকে গৃহীতব্য ব্যবস্থাদির একটি পূর্ণাঙ্গ কর্ম- পরিকল্পনা প্রণয়ন করে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে।